গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২২ উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর চাহিদা নিরূপণ, সরবরাহ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোরবানির পশুর অবাধ চলাচল/পরিবহণ নিশ্চিতকল্পে প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	শ ম রেজাউল করিম এমপি মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	২৩ জুন, ২০২২
সভার সময়	:	সকাল- ১০:০০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতির অনুমতিক্রমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী বাস্তবে এবং ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি জানান গত বছর করোনা মহামারির মধ্যেও সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সফলভাবে কোরবানি ঈদ সুসম্পন্ন হয়েছে। কোরবানির পশুর অবাধ পরিবহণ নিশ্চিতকরণে রেলওয়ের মাধ্যমে পশু পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এবারও প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করা হবে। তিনি বলেন এবার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোরবানির ঈদে পর্যাপ্ত ক্যাশ-ফ্লো বজায় রাখাসহ নকল টাকা প্রতিরোধ, খামারী/বিক্রেতাদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে নন ক্যাশ ট্রানজেকসন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে যা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে পাইলটিং করা হবে। অতঃপর তিনি সভা পরিচালনার জন্য জনাব এসএম ফেরদৌস আলম, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।

২.০। জনাব এসএম ফেরদৌস আলম, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিগত ৪-৫ বছর দেশের বাইরে থেকে গরু আমদানি ব্যতিরেকে দেশে উৎপাদিত গবাদি পশু দ্বারা সফলভাবে কোরবানি সম্পন্ন করবার বিষয় উল্লেখ করে জানান পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে দেশের খামারি ও কৃষকরা প্রায় ১,১৯,১৬,৭৬৫টি গবাদি পশু প্রস্তুত রেখেছিলেন যার মধ্যে প্রায় ৯০,৯৩,২৪২টি পশু কোরবানি করা হয়েছিল। এবছর ঈদুল আযহার প্রাক্কালে দেশে প্রায় ১,২১,২৪,৩৮৯টি গবাদি পশু প্রস্তুত আছে। সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্টকৃত কোরবানির পশুর সরবরাহ নিশ্চিত করা, হাট-বাজারগুলোতে বর্তমান করোনা মহামারি জনিত পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্রেতাদের প্রবেশ, ভেটেরিনারি মেডিকেল সার্ভিস প্রদান এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঈদ উৎযাপনের সার্বিক প্রস্তুতি এবং সীমান্তবর্তী জেলায় পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে বৈধ বা অবৈধভাবে গরু অনুপ্রবেশ বন্ধের বিষয়ে আলোকপাত করে বক্তব্য প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

৩.০। ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান, আসন্ন ঈদ-উল আযহা, ২০২২ উপলক্ষ্যে পর্যাপ্ত গবাদিপশুর সংস্থান রয়েছে। নিরাপদ মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ষ্টেরয়েড বা হরমোন ও রাসায়নিক ব্যবহারের কুফল বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান সারা দেশে এ পর্যন্ত (২২/৬/২০২২) চালুকৃত অনলাইন প্লাটফর্মের সংখ্যা ৩১৭, আপলোডকৃত পশুর সংখ্যা ২১৭৩৬, বিক্রয়কৃত পশুর সংখ্যা ৩২টি। তিনি আরো জানান স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কোরবানির পশুর জবাই, চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ বিষয়ে ৯০৪২ জন পেশাদার ও ৮৯৫৬ জন মৌসুমী মাংস প্রক্রিয়াকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন ২৫ জুন স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হওয়ার ফলে দেশের দক্ষিনাঞ্চল এবং দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার খামারীগণ ঈদকে সামনে রেখে সহজেই তাদের গরু দেশের যেকোন কাঙ্খিত জায়গায় নিয়ে যাতে পারবেন। পরিশেষে তিনি কোভিড পরিস্থিতিতে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সার্ভিল্যান্স জোরদারকরণ ও প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রেখে গত বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে সন্তুষ্টির সাথে পশু কোরবানির মাধ্যমে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সহযোগিতা কামনা করেন।

৪.০। জনাব শাহ ইমরান, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ ডেইরী ফার্মারস এসোসিয়েশন বলেন, সারাদেশে এবারের প্রস্তুতি অনেক সন্তোষজনক। তিনি জানান, ঢাকা শহরে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে গবাদি পশুর বড় একটি অংশ সরবরাহ হয়ে থাকে। তিনি চলমান কোভিড পরিস্থিতিতে গরুর সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে পরিবহণে হয়রানি, ফেরী পারাপারে অগ্রাধিকার, ইজারাদারদের অনৈতিক হাসিল আদায় এবং গরু ব্যবসায়ীদের টাকা পয়সার নিরাপত্তা বিধানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৫.০। অত:পর জুম প্লাটফর্মে সংযুক্ত বিভাগীয় কমিশনারগণ আলোচনায় অংশ নেন। জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বলেন বর্তমানে কোভিড সংক্রমনের হার উর্ধমুখী। চলমান কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে

কোরবানির পশুর হাট পরিচালনা এবং কোরবানি করার স্থান হতে পশুর বর্জ্য যথাযথভাবে অপসারন করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন পশুর হাটে কোরবানির পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা খুবই জরুরী। কারণ কোরবানির পশুর স্বাস্থ্যের উপর জনস্বাস্থ্য নির্ভর করে। নির্বিঘ্নে পশু পরিবহণের বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

৬.০। জনাব মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস, বিভাগীয় কমিশনার , ময়মনসিংহ জানান বিগত বছরগুলো কোরবানির হাটের সফল ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতায় এবারও তা বাস্তবায়ন করা হবে । তার বিভাগে চাহিদার তুলনায় গবাদি পশুর প্রাপ্যতা বেশী। তিনি বলেন গত বছরে মতো এ বছরও হাটগুলোতে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম কাজ করবে। তিনি প্রতিটি বড় বাজারে মেডিকেল টিমের জন্য প্রয়োজনীয় স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন।

৭.০। ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, , অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম জানান বিভাগটি সীমান্তবর্তী হওয়ায় প্রতিবেশী দেশ হতে যাতে গবাদি পশু না আসতে পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন আগামী ২৭/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিতব্য আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এবং বিভাগীয় কোর কমিটির সভায় এ মিটিং এর সিদ্ধান্ত অবহিত করা হবে । প্রতিটি বাজারে মেডিকেল টিমের জন্য প্রয়োজনীয় স্টল বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে। তাছাড়া গত বছরের ন্যায় এ বছরও অন লাইন প্লাট ফর্মে গবাদি পশুর ক্রয় বিক্রয় জোরদার করতে চট্টগ্রাম বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলেই সচেষ্ট থাকবে।

৮.০। জনাব হাসান মাহমুদ, যুগ্ম সচিব, রেল পথ মন্ত্রণালয় বলেন প্রতিবছরের মতো এবারও দেওয়ানগঞ্জ-ঢাকা এবং চাপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা এই দুটি রুটে ক্যাটেল পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করা হবে এবং চাহিদা মোতাবেক ক্যাটেল ক্যারিয়ার এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.০। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, উপ সচিব,বিআরটিএ শাখা, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় বলেন গবাদি পশুর পরিবহণ নির্বিঘ্ন করার জন্য গবাদি পশু বহনকারী ট্রাক চলাচলকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তিনি সড়কের পাশে কোরবানির পশুর হাট যাতে না বসে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার প্রতি জোর দেন।

১০.০। জনাব সুফিয়া আক্তার, উপসচিব, আইসটি বিভাগ জানান আগামী ১ জুলাই হতে অন লাইনে পশু ক্রয় বিক্রয় শুরু হবে। গত বছর ৮২৩টি আঞ্চলিক ডিজিটাল প্লাটফর্মকে সংযুক্ত করে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার গবাদি পশু ক্রয় বিক্রয় হয়েছিল, এবারও ৩ লক্ষ গবাদি পশু ক্রয় বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এবার অনলাইনে ক্রয়কৃত গরু ফেরত দেয়ার সুবিধা সম্বলিত অ্যাপস এবং ক্যালকুলেটর সংযোজন করা হয়েছে। ক্যালকুলেটর এর সাহায্যে পশুর ওজন ও জবাইয়ের পর মাংসের পরিমান হিসাব করা যাবে। ই ক্যাশের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যাবে এবং গত বছরের ন্যায় এবারও ইক্যাব কর্তৃক অনলাইন হাট পরিচালনা করা হবে।

১১.০। সভাপতি বক্তব্যের প্রারম্ভে বাস্তবে ও জুম মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সকলকে সভায় যুক্ত থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক বলেন, জীবন ও জীবিকাকে সমান্তরাল এগিয়ে নিতে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উদযাপনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও সরকারের অন্যান্য দপ্তর সংস্থা কাজ করছে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরন করে যথাযোগ্য মর্যাদায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপনে সকল স্তরের স্থানীয় সরকার, মাঠ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। কোরবানির পশু পরিবহণ নির্বিঘ্ন করতে এবং চাঁদাবাজি রোধে সকলকে উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান। সিলেট-সুনামগঞ্জ অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যায় গবাদি পশুর ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে বলেন কোরবানির সময় দেশের অন্য অঞ্চল থেকে ঐ অঞ্চলে গবাদি পশু সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১২,০। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	কোরবানির পশুর চাহিদা নিরূপণ, সম্ভাব্য সরবরাহ এবং দেশব্যাপী গবাদি পশুর অবাধ পরিবহণ বিষয়ে আলোচনা;	১। দেশের প্রত্যন্ত জেলা থেকে গবাদি পশুর নির্বিঘ্ন পরিবহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং কোন প্রকার চাঁদাবাজি যেন না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ২। কোরবানির অনপযুক্ত পশু বা রোগাক্রান্ত পশু বিক্রি রোধ করতে হবে। ৩। সার্বিক ব্যবস্থাপনা মনিটরিং এর জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কন্ট্রোল রুম চালু করতে হবে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হটলাইন নম্বর ১৬৩৫৮ চালু রাখাসহ প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ পুলিশ/নৌপুলিশ/বাংলাদেশ কোস্টগার্ড/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন

		৪। বাংলাদেশ রেলওয়ে গবাদি পশু পরিবহণে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করবে। ৫। সড়ক/মহাসড়কের পাশে যেখানে যান চলাচল বিঘ্নিত হতে পারে সেখানে কোরবানির পশুর হাট স্থাপন করা যাবে না।	
২।	কোরবানির হাটে ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের জন্য স্টল বরাদ্দ ও ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন ও দায়িত্বপ্রদান;	১। সিটি কর্পোরেশনগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন হাট এবং স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের জন্য ষ্টল বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। ২। উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন হতে সামগ্রিক বিষয় সমন্বয় করার জন্য ০১ (জন) Focal Point কর্মকর্তা নির্ধারণ করতে হবে। ৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশ ব্যাপী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করবে এবং কিছু টিম রিজার্ভ রাখবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩।	প্রতিবেশী দেশ হতে গবাদি পশুর অনুপ্রবেশ বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা;	সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে গবাদি পশুর অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ জননিরাপত্তা বিভাগ/ বিজিবি/ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
৪।	পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কোরবানি প্রদান, অফাল (নাড়ি-ভূড়িসহ অন্যান্য বর্জ্য) পৃথকীকরণ এবং মাংস প্রক্রিয়াকারীদের প্রশিক্ষণ;	১। পেশাদার ও অপেশাদার মাংস প্রক্রিয়াকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ২। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশু জবাই ও চামড়া সংরক্ষণ এর প্রশিক্ষণ ও প্রচারনা চালাতে হবে। ৩। হালাল উপায়ে কোরবানি নিশ্চিত করতে হবে। ৪। কোরবানির হাটে গবাদি পশুর জীবানু মুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয়সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/ সিটি কর্পোরেশন (উত্তর/দক্ষিণ)/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫।	কোরবানি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের জন্য করণীয় ও সমন্বয় বিষয়ে আলোচনা;	১। কোরবানির হাটে আগত পশু ও পশু বিক্রেতার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। সড়কে, সেতুতে বা নৌপথে গবাদি পশু বাহী পরিবহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ৩। খামারী তার পশু দূরবর্তী হাটে নিতে চাইলে রাস্তাঘাটে জোর করে নামাতে বাধ্য করা যাবে না। ৪। হাটের বাইরে এবং On-Line এ গবাদি পশু কেনাবেচার ক্ষেত্রে ইজারা সংক্রান্ত হয়রানি বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পুলিশ/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন

		৫। গবাদি পশু কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অপতৎপরতা রোধ করতে হবে। ৬। কোরবানির হাটে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণের নিমিত্ব Guidline প্রস্তুত করতে হবে।	
৬।	ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রমের মনিটরিং, যথাযথ প্রচারণার ব্যবস্থাগ্রহণ	১। কোরবানির হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমসহ অন্যান্য বিষয়ে সার্বিক কার্যক্রম মনিটর করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের হাটের তালিকা অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিবদের নেতৃত্বে একাধিক টিম গঠন করতে হবে। ২। BTV ও BTV World এর পাশাপাশি সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সতর্কীকরণ বার্তা ও টিভি স্ক্রল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন উইং, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ বিএলআরআই/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭।	ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের ক্যাম্প স্থাপন ও প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান;	ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সেবা কর্মীদের জন্য এপ্রোন, মাস্ক, চেয়ার-টেবিল, বালতি, মগ ইত্যাদি সরবরাহ করাসহ নিরাপদ খাদ্য/মাংস সম্পর্কিত স্লোগান সম্বলিত টি-শার্ট, ক্যাপ, পোষ্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেষ্টুনসহ ভেটেরিনারি ক্যাম্প সু-সজ্জিত করণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। টিমে কর্মরত সদস্যগণের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
৮।	কোরবানির চামড়া সংরক্ষণ	১। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য লবন ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রচার প্রচারনা চালাতে হবে। ২। কাঁচা চামড়ার মূল্য নির্ধারণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই
৯।	অনলাইন প্লাটফর্মে গবাদি পশু কেনা-বেচা	ক) ১। বিভাগীয় কমিশনারগণ অনলাইনে গবাদি পশু বিক্রয়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করবেন। ২। সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি সার্জনগণ অনলাইনে আপলোড করার পূর্বে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করবে। যাহা অনলাইনে আপলোড করতে হবে। ৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অনলাইনে গবাদি পশু বিক্রয়ের জন্য খামারীদের সংশ্লিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এর সাথে সংযোগের সহযোগিতা প্রদান করবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মারস্ এসোসিয়েশন

		৪। আপলোডকৃত গবাদিপশুর ক্ষেত্রে মালিকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, গবাদি পশুর বয়স, ওজন, মূল্য এবং গবাদি পশুর ছবি ইত্যাদি তথ্য প্রদান করতে হবে।	
		খ) সকল সিটি কর্পোরেশন ডেইরী ফার্মার্স এ্যাসোসিয়েশন এবং ই-কমার্স এ্যাসোসিয়েশন/গ্রুপের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে On Line গবাদি পশু বেচাকেনার উদ্যোগে সহযোগিতা প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে গরুর তথ্য আপলোড ও অন্যান্য তথ্যাদি প্রদান এবং ভেটেরিনারি সার্জনের স্বাস্থ্য সনদ প্রয়োজন হবে।	সিটি কর্পোরেশন

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

শ ম রেজাউল করিম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী